বেপজা পাবলিক স্কুল ও কলেজ চট্টগ্রাম

সমাজবিজ্ঞান [প্রথম পত্র]

আলোচনার বিষয় : সমাজবিজ্ঞানের মৌলিক প্রত্যয়

★ **সমাজ:**

সমাজ হলো সম্পর্কের জাল। মানুষ নিজেদের প্রয়োজনে একত্রে বসবাস করে সমাজ সৃষ্টি করে। সম্পর্ক বা পারস্পরিক সহযোগিতা ছাড়া সমাজ কল্পনা করা যায় না। তাই বলা হয়, সমাজ হলো সামাজিক সম্পর্কের জাল।

★ **সমাজবিজ্ঞান:**

সমাজবিজ্ঞানের ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো Sociology । শব্দটি দুটি শব্দের সমন্বয়ে গঠিত; Socius ও Logos । Socius শব্দের অর্থ হলো সঙ্গী- সাথী বা সমাজ আর Logos শব্দের অর্থ হলো বিজ্ঞান। সুতরাং Sociology শব্দের অর্থ হলো সমাজবিজ্ঞান। যে বিজ্ঞান সমাজ, সামাজিক সম্পর্ক, সামাজিক প্রতিষ্ঠান, সামাজিক ক্রীয়াকর্ম নিয়ে অধ্যয়ন করে তাকে সমাজবিজ্ঞান বলে।

★ **সংস্কৃতি:**

মানুষ যা করে তাই সংস্কৃতি। মানুষ বেঁচে থাকার প্রয়োজনে প্রতিদিন যা করে তার সমষ্টিকে সংস্কৃতি বলা হয়। মানুষের আচার-আচরণ, রীতিনীতি, প্রথা- বিশ্বাস, মূল্যবোধ ইত্যাদির সমষ্টিকে সংস্কৃতি বলা হয়।

★ **সভ্যতা** :

মানুষ যা করে তাই সংস্কৃতি। সংস্কৃতির মধ্যে এমন কিছু সংস্কৃতি রয়েছে যা অপেক্ষাকৃত উন্নত, নান্দনিক এবং বহুকাল ধরে ঠিকে থাকে তাকে সভ্যতা বলা হয়। যেমন, ময়নামতি, উয়ারী বটেশ্বর, তাজমহল ইত্যাদি।

★ **প্রতিষ্ঠান :**

যা কিছু সমাজে প্রতিষ্ঠিত ও সমাজে স্বীকৃত তাই প্রতিষ্ঠান। যেমন, পরিবার সমাজে প্রতিষ্ঠিত ও পরিবারকে সমাজ স্বীকৃতি দেয় তাই পরিবার একটি প্রতিষ্ঠান। এভাবে বিবাহ, রাজনৈতিক দল, ধর্মীয় বিশ্বাস, বিদ্যালয়, ব্যবসা বাণিজ্য এগুলো সমাজে প্রতিষ্ঠিত ও সমাজ এগুলোকে স্বীকৃতি দিয়েছে তাই এগুলোকে প্রতিষ্ঠান বলা হয়।

★ **পরিবার :**

পরিবার হলো স্বামী- স্ত্রীর সমন্বয়ে গঠিত একটি প্রতিষ্ঠান। এখানে সন্তান- সন্ততি, মা-বাবা, ভাই -বোন থাকতেও পারে আবার নাও থাকতে পারে।

★ **সম্প্রদায় :**

আমরা কতগুলো মানুষের সমষ্টিকে বুঝাতে সম্প্রদায় শব্দটি ব্যবহার করি যা একই এলাকায় বসবাস করে ও একই ধরনের মানসিকতা পোষণ করে। যেমন, চাকমা সম্প্রদায়। তারা একটি নির্দিষ্ট এলাকায় বসবাস করে আবার একই ধরনের মানসিকতা বা চিন্তা ভাবনা পোষণ করে। এভাবে মুসলিম, বৌদ্ধ, হিন্দু সম্প্রদায়ের কথা বলা যায়।

★ **প্রথা :**

সমাজে কতগুলো রীতিনীতি, আচার -আচরণ, বিশ্বাস রয়েছে। সমাজ আশা করে, সমাজের সদস্যরা এগুলো মেনে চলুক। এসব রীতিনীতি, আচার- আচরণ, বিশ্বাসকে বলা হয় প্রথা।

★ **লোকাচার :**

সমাজে কতগুলো রীতিনীতি, আচার- আচরণ, নিয়ম কানুন, বিশ্বাস রয়েছে। সমাজ কিছুটা বাধ্য করে যে, সমাজের সদস্যরা এসব রীতিনীতি, আচার- আচরণ, নিয়ম কানুন মেনে চলুক। এ সব রীতিনীতি, আচার আচরণ, নিয়ম কানুন, বিশ্বাসকে লোকাচার বলা হয়। যেমন, শিক্ষকদের সালাম দেয়া। শশুরকে সালাম করা ইত্যাদি।

★ **লোকরীতি :**

সমাজে কতগুলো রীতিনীতি, আচার-আচরণ, নিয়ম-কানুন, বিশ্বাস রয়েছে। সমাজ বোধ করে যে, সমাজের সদস্যরা এসব রীতিনীতি, আচার- আচরণ, নিয়ম-কানুন, বিশ্বাস মেনে চলুক। এসব রীতিনীতি আচার-আচরণ নিয়ম কানুন বিশ্বাসকে লোকরীতি বলা হয়। যেমন, বিধবা মহিলার সিঁদুর মুছে দেয়া বাধ্যতামূলক। তাই এটি লোকরীতি।